গজনীর সুলতানগণ ঃ ইয়ামিনি বংশ আদিতে পারসিক জাতিভূক্ত ছিল। পরবর্তীকালে তারা তুর্কিস্থানে বসবাস করে। তাই তারা তুর্কিবংশ বলে পরিচিত হয়। ইয়ামিনি বংশের আলপ্তগীন কাবুলের আরব শাসক আবুবকরকে পরাস্ত করে ৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কাবুলের রাজধানী গজনী দখল করেন। তিনি 'সুলতান' উপাধি নেন। এরপর সিংহাসনে বসেন যথাক্রমে ইশাক, বলকাতিগিন, পিরাই প্রমুখ। এরপর ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ আলপ্তগীনের জামাতা সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসনে বসেন। ৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু শাহী বংশের রাজা জয়পালের সঙ্গে সবুক্তগীনের খুজা নামক স্থানে যুদ্ধ হয় এবং জয়পাল পরাস্ত হন। এরপর দ্বিতীয়বার সবুক্তগীন লামঘান আক্রমণ করলে জয়পাল শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হন। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যু হয়। এরপর সিংহাসনে বসেন ইসমাইল। কিন্তু সবুক্তগীনের বড়ছেলে মামুদ তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতাকে বিতাড়িত করে সিংহাসনে বসেন ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে। মামুদের পুরো নাম আবদুল কাশেম মাহমুদ। তিনি নিজ অধিকারকে বৈধ করার জন্য খলিফার কাছ থেকে ফরমান লাভ করেন।

সুলতান মামুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭টির মধ্যে ১২টির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১০০১ খ্রিস্টাব্দে জয়পালকে হারান পেশোয়ার যুদ্ধে। জয়পাল আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করেন। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়াইহিন্দ-এর যুদ্ধে তিনি জয়পালের পুত্র আনন্দপালকে পরাস্ত করেন। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযান ছিল মূলতানের রাজা বিজিরায়ের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১০০২ ও ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর চতুর্থ অভিযান ছিল মুলতানের ফতেদাউদের বিরুদ্ধে ১০০৫ ও ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে। পঞ্চম অভিযান ছিল কাশ্মীরের নোয়াশ শাহের বিরুদ্ধে ১০০৭-১০০৮ খ্রিস্টাব্দে। ১০০৮-১০০৯ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপালের বিরুদ্ধে সপ্তম আক্রমণ ছিল। ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে রাজস্থানের নারায়ণ রাজার বিরুদ্ধে। অষ্টম আক্রমণ ছিল ১০১০ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মুলতানের রাজা দাউদের বিরুদ্ধে। তাঁর নবম আক্রমণে তিনি আনন্দপালকে হত্যা করেন ও থানেশ্বর লুণ্ঠন করেন ১০১১-১০১২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর দশম ও একাদশ অভিযানে ত্রিলোচন পালকে হারিয়ে শাহি বংশের দখল নেন ১০১২-১০১৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর দ্বাদশ অভিযান ছিল ১০১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। তাঁর

Scanned with CamScanner

ত্রয়োদশ অভিযানে তিনি ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে কনৌজ ও মথুরা লুঠ করেন। মথুরার রাজা কুলচাঁদ আত্মহত্যা করেন। চতুর্দশ অভিযানে ১০২০-২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রতিহার রাজা রাজ্যপালকে পরাস্ত ও হত্যা করেন। পঞ্চদশ অভিযান ছিল গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর ও চান্দেল্য রাজার বিরুদ্ধে। ১০২১-২২ খ্রিস্টাব্দে। চান্দেল্ল রাজা বিদ্যাধর মামুদের কাছে পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর ষোড়শ অভিযান ছিল গুজরাট। তিনি গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন ১০২৫-২৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি গুজরাটের চালুক্য রাজা ভীমকে পরাস্ত করেন। ভীম পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যান। গুজরাট থেকে তিনি ২ কোটি দিনার, বহু অলঙ্কার, হীরা, রত্নখোচিত চন্দ্রাতপ ও সোনা এবং রূপার তৈরি সিংহাসন নিয়ে দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পথে জাঠরা তাঁকে বাধা দেয়। এই সুলতান মামুদ ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে জাঠদের বিরুদ্ধে অভিযানে বহু জাঠ নরনারীকে হত্যা করেন। এটি ছিল মামুদের ১৭ তম বা সর্বশেষ অভিযান। মামুদ মারা যান ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে। সুলতান মামুদের সভাকবি ফিরদৌসী ১০০০টি কবিতা সম্বলিত 'শাহ্নামা' কাব্য রচনা করেন। খোয়ারিজম রাজ্যের পতন হলে ১০১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলবেরুনীকে বন্দী করে আনেন। আলবেরুনী 'তারিক-ই-হিন্দ' গ্রন্থ রচনা করেন। সুলতান মামুদ ফিরদৌসীকে প্রতিটি কবিতার জন্য একটি করে স্বর্ণ দিনার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু শাহ্নামা কাব্যের জন্য তাঁকে ১০০০টি রৌপ্য দিনার দেওয়া হয়। ফিরদৌসী তা নিতে অস্বীকার করলে পরে তাঁকে ১০০০টি স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়। কিন্তু তখন কবি মৃত্যুপথযাত্রী। ফিরদৌসীকে বলা হয় পার্সী নবজাগরণের জনক।

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান সম্পর্কে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন "সুলতান মামুদ ছিলেন এক ক্ষমতাশালী লুণ্ঠনকারী দস্যু।" [A brigand operating on a large scale]। মামুদের দরবারী ঐতিহাসিক উৎবী বলেছেন "ভারত অভিযানের দ্বারা মামুদ নিজ বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি মহৎ কর্তব্য পালন করেন।" অর্থাৎ মামুদের ভারত অভিযান ছিল ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ভাঙার জন্য ইসলাম জগতে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তাঁকে বলা হত 'বাৎসিকান' বা 'মূর্তি ধ্বংসকারী'। তিনি মুসলমানদের কাছে 'গাজি' নামে পরিচিত ছিলেন। ঐতিহাসিক হাবিব বলেছেন সুলতান মামুদ 'সোনা ও সম্মান ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন নি।"

ভারত সম্পর্কে আলবেরুনী—পণ্ডিত আলবেরুনী ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার খোয়ারিজম রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু রিহান। তিনি 'কিতাব-ফি', 'তহকিক-মা-লিল-হিল' বা 'কিতাব-উল্-হিন্দ' বা 'তহ্কিক্-ই-হিন্দ্' রচনা করেন আরবী ভাষায়। তিনি কখনো কনৌজ, বারাণসী, কাশ্মীর ভ্রমণ করেননি। তিনি পতঞ্জলীর 'যোগসূত্র', 'ভাগবতগীতা', 'শাঙ্খকারীক' আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। হিন্দু বর্ণ প্রথাকে বিভিন্ন শ্রেণী বা তবাকৎ এবং জাতি বা Cast-এ তিনি ভাগ করেন। জন্মসূত্রে ভাগকে বলা হত 'নসব'। আলবেরুনীর মতে শূদ্র শ্রেণীর নীচে ছিল অন্তজ শ্রেণী। এই অন্তজ শ্রেণী ৮ ভাগে বিভক্ত ছিল। এরা হল ধোপা, মুচী, বাজীগর (Jugglers), ঝুড়ি তৈরিকারী, নাবিক, জেলে, শিকারী ও তাঁতী। হাড়ি, ডোম ও চণ্ডালরা ছিল সম্প্রদায় বহির্ভুক্ত। বিদেশীদের বলা হত 'ম্লেচ্ছ'।

Scanned with CamScanner